14

তারিখ 11 AUG 1998

পৃষ্ঠা 82 কলাম ৭

দৈনিক সংবাদ

'সংবাদ'-এর সঙ্গে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের 'আড্ডা'

চাই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

নবপ্রজন্মের মেধাবী প্রতিনিধিরা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ, পড়াশুনার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি দারিদ্র্যমুক্ত ও প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। তাদের স্বপ্ন- গরিব বাংলাদেশের বদনাম ঘুচিয়ে একে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা। তারা শিক্ষাঙ্গনের নানা অসঙ্গতি ও সমস্যা দূর করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এটা ছিল গতকাল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে এবারে এসএসসি পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে 'সংবাদ' আয়োজিত আড্ডায় তাদের অভিমত।

এসএসসি উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আড্ডাটি পরিচালনা করেন 'সংবাদ'-এর সহকারী সম্পাদক সোহরাব হাসান। কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন 'সংবাদ'-এর বার্তা সম্পাদক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল। আড্ডায় আরো উপস্থিত ছিলেন 'সংবাদ'-এর নির্বাহী পরিচালক আলতামাশ কবির ও নাহাস পাশা।

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে উপস্থিত ছিলেন শ্রাবণী মুস্তাফিজ, হাসিবুল আলম চৌধুরী, জুরানা আজিজ কেকা, মোঃ ইমতিয়াজ খান পার্থ, মুসাব্বির ইবনে মামুন, মাহমুদ-উর-রহমান, সামরিন চৌধুরী, শরিফা আজমেরী, সুমনা আহমেদ, সাজিয়া সাদেক, আফরীন জাহান, জাহিদুর রহমান, আসিকুর রহমান, সরকার তানভীর আহমেদ, মাহমুদুল হাসান, মোঃ ইয়াসীন, নজরুল ইসলাম। এছাড়া কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরাও আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন।

কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানাতে গিয়ে মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল বলেন, এসএসসি পরীক্ষাকে আগে বলা হতো প্রবেশিকা পরীক্ষা। অর্থাৎ জীবন শুরুর প্রথম পরীক্ষা। জীবনে প্রবেশের প্রথম পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ধন্যবাদ'।

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরাও আলোচনায় অংশ নেন। কৃতী ছাত্রী শ্রাবণী মুস্তাফিজের মা সেলিমা বেগম বলেন, 'আমিও ঢাকা বোর্ড থেকে '৭২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে দ্বিতীয় হয়েছিলাম। মেয়ের ফলাফলে আমিও খুশি। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বললেন, বছরের পাঁচ মাসের সময় যে দেশে সিলেবাস দেয়, সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো।

অভিভাবক দীদার চৌধুরী বললেন, কৃতী ছাত্রদের ভালো ফলাফলের জন্য বাবাদের চাইতে মায়েদের বেশি ধন্যবাদ দেয়া উচিত। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে কৃতী ছাত্র-ছাত্রী তথা নবপ্রজন্মের যোগাযোগ বাড়ানোর উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

১৭ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর উপর জরিপ চালিয়ে দেখা যায়, কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেউই ভবিষ্যতে রাজনীতিতে আসতে চায় না। উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের ৫ জন ভবিষ্যতে অর্থনীতিবিদ হতে চায়। ৩ জন প্রকৌশলী, ২ জন কম্পিউটার প্রকৌশলী, ২ জন ডাক্তার, ১ জন কূটনীতিবিদ হতে চায়। বাকিরা বলেছে, এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি।

ঢাকা বোর্ডে মানবিকে ৩য় স্থান অধিকারী শ্রাবণী মুস্তাফিজ বলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে অর্থনীতিবিদ হতে চাই। 'দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং মূল চাহিদা পূরণের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নটাই জরুরি।'

ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকারী হাসিবুল আলম চৌধুরী বলে, 'দেশের সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়তে চাই। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নে এমবিএ পড়তে চাই।'

ঢাকা বোর্ডের মানবিকে ১ম স্থান অধিকারী জুরানা আজিজ কেকা বলে, 'দেশের অবহেলিত মানুষের প্রয়োজনে নিজেকে নিয়োজিত করতে চাই। এ জন্য ভবিষ্যতে আইন বিষয়ে পড়াশুনা করব। দেশের আইন-শৃঙ্খলার নাজুক পরিস্থিতিতে নির্যাতিত মানুষের সহায়তার জন্যই নিজেকে আইনবিদ হিসেবে গড়তে চাই। একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ হিসেবে প্রযুক্তিগত উন্নতি তথা শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে।

বাণিজ্যে দ্বিতীয় স্থানধারী মোহাম্মদ ইমতিয়াজ খান বলে, 'ভবিষ্যতে বিবিএ ও এমবিএ পড়তে চাই। আর সুযোগ পেলে দেশের প্রতি কর্তব্য অবশ্যই পালন করব। দেশের সমস্যা জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলেই একাবংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। বাংলাদেশের জন্য এ প্রত্যাশাটাই আমার।'

বাণিজ্যে ৮ম স্থান লাভকারী মোসাব্বির ইবনে মামুন বলে, 'ভবিষ্যতে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। তাহলেই নিজেকে দেশের কাজে আত্ম নিয়োজিত করব। ভবিষ্যতের সুন্দর বাংলাদেশকে পেতে হলে সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিতভাবে এগুতে হবে।'

মানবিকে ২য় স্থান অধিকারী মাহমুদুর রহমান বলে, 'অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশুনার ইচ্ছে আছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে দেশের শিক্ষার প্রসারের উপর। আর আগামী শতকের বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হিসেবেই দেখতে চাই।' বিজ্ঞান বিভাগে ৮ম স্থান অধিকারী সামরিন চৌধুরী বলে, 'দেশের মানুষকে সেবার জন্য চিকিৎসক হতে চাই।'

বাণিজ্যে ঢাকা বোর্ডের ৯ম স্থান অধিকারী শরিফা আজমেরী বলে, 'এমবিএ পড়তে চাই। দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে চাই।'

ঢাকা বোর্ডের বিজ্ঞানে ২০তম স্থান লাভকারী সুমনা আহমেদ বলে, 'দেশের মানুষকে প্রকৃত সেবার জন্য ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চাই।'

ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞানে ১ম স্থান অধিকারী সাজিয়া সাদেকের মতে 'একবিংশ শতকের বাংলাদেশকে প্রযুক্তিনির্ভর হতে হবে। এ জন্যই নিজেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।'

আফরিন জাহান ঢাকা বোর্ডে মানবিকে ২য় স্থান অধিকারী। আফরিন বলে, 'বিদেশে বাংলাদেশকে সুন্দরভাবে পরিচিত করানোর জন্য নিজেকে কূটনীতিক হিসেবে গড়তে চাই।'

ঢাকা বোর্ডের বিজ্ঞানে ৪র্থ স্থান অধিকারী জাহিদুর রহমান বলে, 'ভবিষ্যতে কি হতে চাই এখনও সুনির্দিষ্টভাবে চিন্তা করিনি। আর বাংলাদেশকে রাজনৈতিক স্থিতিশীল দেশ হিসেবে দেখতে চাই'। বিজ্ঞানে ৭ম স্থান অধিকারী আসিফুর রহমান বলে, 'এই কম্পিউটারের যুগে প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশকেই আগামী শতকে দেখতে চাই। এ জন্য নিজেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।'

ঢাকা বোর্ডের বিজ্ঞানে ১৭তম স্থান অধিকারী তানভীর আহমেদ বলে, প্রকৌশলী হতে চাই। প্রশাসনে অব্যবস্থা ও দুর্নীতিমুক্ত অবস্থা ফিরে আসলে ভবিষ্যতে সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্ন সফল হবে।

ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞানে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকারী মুহাম্মদ ইয়াসিন ইবনে মতিন বলে, 'প্রকৌশলী হিসেবে নিজেকে বাংলাদেশের জন্য নিয়োজিত করতে চাই।

বিজ্ঞানে ১৩তম স্থান অধিকারী মাহমুদুল হাসান বলে, 'দুই হাজার সালের বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত ও বিজ্ঞানমনস্ক দেখতে চাই।'

ঢাকা বোর্ডে মানবিকে ৮ম স্থান অধিকারী নজরুল ইসলাম বলে, 'একুশ শতকের বাংলাদেশকে সন্ত্রাসমুক্ত ও নিরক্ষরমুক্ত দেশ হিসেবে দেখতে চাই। দেশের প্রতি ভালোভাবে দায়িত্ব পালনের